আর্থিক লিপি
শিলিগুড়ি, সোমবার, ৮ জানুয়ারি, ২০১৮
Siliguri, Monday, January 8, 2018
Arthik lipi, Page 3

মঞ্জু বসু নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী

স্টাফ রিপোর্টার: নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে বিজেপির হয়ে লড়তে চলেছেন মঞ্জু বসু। বেশ কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল যে, বিজেপির হয়ে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক মঞ্জু বসু। রবিবার সেই নামেই শিলমোহর দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটি। আগামী ২৯ জানুয়ারি উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন রয়েছে। সেই কেন্দ্রে উপনির্বাচনের জন্যই এদিন তাদের প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। মুকুল রায়ের সঙ্গে মঞ্জু বসুর সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। সেই সূত্রেই তাঁকে বিজেপির প্রার্থী করা হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন কংগ্রেস প্রার্থী মধুসূদন ঘোষ। গত বছরের আগস্ট মাসে প্রয়াত হন কংগ্রেসের এই বিধায়ক। এরপরেই ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অবশ্যাম্ভবী হয়ে পড়ে। একই দিনে উপনির্বাচন রয়েছে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রেও। তৃণমূল সাংসদ সুলতান আহমেদ প্রয়াত হওয়ায় ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। ইতিমধ্যেই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামেরা। বিজেপি রবিবার নোয়াপড়া কেন্দ্রের জন্য তাদের প্রার্থী ঘোষণা করলেও উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। তবে উলুবেড়িয়ার বিজেপি প্রার্থী হিসাবে হাওয়ায় ইশরাত জাহানের নাম শোনা যাচ্ছে। তিন তালাক ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হাওড়ার এই বাসিন্দা ইতিমধ্যেই বিজেপিতে যোগদান করেছেন বলে দাবি করেছেন দিলীপ ঘোষ। এছাড়াও নাম উঠে আসছে ইশরাতের আইনজীবী নাজিয়া ইলাহি খানেরও। সম্প্রতি তিনিও বিজেপিতে যোগ দেন।

আহা! তুমি সুন্দরী কত...

বাংলা আকাদেমি ছাড়ছেন শাঁওলি

সমস্যার কথা জানিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলা আকাদেমির সভাপতির পদ ছাড়ছেন শাঁওলি মিত্র। বেশ কয়েকদিন ধরেই বাংলা আকাদেমির কাজে গতি আসছিল না। ফলে পদে থাকার কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছিলেন না এই নাট্যব্যক্তিত্ব। সেই কারণেই বাংলা আকাদেমির সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন বলে দাবি শাঁওলি মিত্রর। যে সমস্ত কারণে তাঁকে সভাপতির পদ ছাড়তে হচ্ছে সেই সমস্যাগুলি জানিয়ে তিন সপ্তাহ আগে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন তিনি।

রাজ্যে পরিবর্তনের অন্যতম মুখ ছিলেন পদ্মশ্রী এই অভিনেত্রী। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম গণ-আন্দোলনের সময় সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে সেদিন দ্বিধা করেননি। পালা বদলের পর বাংলা আকাডেমির কাজে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করা হয় তাঁকে। আকাদেমির উদ্যোগে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের কাজ শুরু করেন। পরে মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণের পর আকাদেমির সাধারণ কাজের ভারও তাঁর উপর গিয়েই পড়ে। সে কাজ তিনি করেও চলেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতির আকাদেমির কাজ থমকে গিয়েছিল, অভিযোগ তাঁর। শাঁওলি জানাচ্ছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে তাঁর। যে কাজ, যেভাবে করতে চাইছেন তা করতে পারছেন না। পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা হচ্ছে। কোনও কারণে সরকার তার সুরাহাও করতে পারছেন না।

এ নিয়ে সপ্তাহ তিনেক আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দেন তিনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেও কোনও জবাব মেলেনি বলেই দাবি শাঁওলির। তাঁর মতে, তিনি কাজ করতে চেয়েছেন। পদের প্রতি তাঁর কোনও মোহ নেই। পদ আঁকড়ে তাই পড়েও থাকতে চান না। বাংলা আকাদেমির দায়িত্ব থেকে তাই সরে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। তাঁর দাবি, তিনি কাজ করতে পছন্দ করেন। বাংলা আকাদেমির তরফে প্রকাশনার যে কাজ হয় তা করতে তিনি যারপরনাই আগ্রহী। সেই কাজের জন্যই তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন যখন নিজের কাজটিই নিজের মতো করে করতে পারছেন না, তখন পদে থেকে কী লাভ? পদের প্রতি তাঁর কোনও বিশেষ আগ্রহী নেই বলেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শাঁওলি। তাঁর বক্তব্য, বিভিন্ন বই প্রকাশের কাজ থমকে গিয়েছিল। প্রশাসনিক জটিলতায় আটকে যায় কাজ। আকাদেমির নিজের কাজ থেকে সরে যাচ্ছিল বলেও অভিযোগ করেছেন শাঁওলি। তাঁর প্রশ্ন, কাজের গতিই যদি না আসে তাহলে পদে থেকে লাভ কী? তবে শাঁওলি মিত্রর ইস্তফাপত্র সরকার গ্রহণ করছে কি না সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

শিল্প সম্মেলন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা অধীরের

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যে বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে যখন বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনের প্রস্তুতি জোরকদমে সেই সময়ই শিল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি। মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর খোঁচা, 'আপনার জমানায় বাংলার শিল্প সম্ভাবনা লাটে উঠল।' রবিবার ফেসবুকে শিল্প সম্মেলন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে অধীর চৌধুরি মন্তব্য করেন, 'আবার বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট!!কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাজসূয় যজ্ঞ হবে। গত তিন বছর এই রকম শিল্প সম্মেলন হয়ে গেছে। তার ফলাফল বাংলার মানুষ জানে না, বাংলার মানুষকে বলাই হয়নি।' ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছেন। বিনিয়োগ আনতে বিদেশে গিয়েও শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বাংলায় শিল্পের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেছেন। গত কয়েক বছর ধরে শহরে শিল্প সম্মেলনও করা হচ্ছে। চলতি মাসের ১৬ ও ১৭ তারিখে এ বছরের শিল্প সম্মেলন হবে। কিন্তু এদিন ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগের কঠোর সমালোচনা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি। তাঁর মন্তব্য, ' দিদি, জল ভরা কলসি চাই। ফাঁকা কলসির আওয়াজ হতে পারে। কিন্তু তৃষ্ণা মেটানোর জল থাকতে পারে না।' মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে অধীর চৌধুরির আরও মন্তব্য, 'শিল্পপতিরা

তাদের আদরের বোনকে খুঁজতে আসবে না। লাভের অঙ্ক কষতে আসবে।' মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পরামর্শ, 'শিল্প শিল্প শিল্প ঢক্কানিনাদে কান ঝালাপালা না করে কাজের কাজ করুন। আপনার জমানায় বাংলার শিল্প সম্ভাবনা লাটে উঠল।' শিল্প নিয়ে বারবারই মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করতে দেখা গিয়েছে কংগ্রেস ও বামেদের। শিল্প নিয়ে বিজেপিকেও সরব হতে দেখা গিয়েছে। টাকা খরচ করে শিল্প সম্মেলন করা হলেও তার ফল পাওয়া যাচ্ছে না বলেই অভিযোগ বিরোধীদের। আর সেই অভিযোগ আরও একবার প্রকাশ পেল অধীর চৌধুরির মন্তব্যে।

এখনও সংকটজনক অবস্থায় শ্যামপুরের ওসি

ফাইল চিত্র।

স্টাফ রিপোর্টার: শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হলেও এখনও সংকট কাটেনি শ্যামপুবের ওসি সুমন দাসের। এমনটা জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে। শনিবার রাত থেকেই চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। শনিবার রাত থেকে তাঁকে স্যালাইনের মাধ্যমে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। ভেলোর থেকে একজন বিশেষজ্ঞ নিউরো সার্জেন আনা হচ্ছে জানা গিয়েছে। সুমনবাবুর ডান কানের পর্দা ফেটে গেছে। এছাড়া তাঁর ঘাড়ে আঘাতের চিহ্নও রয়েছে। রবিবার হাসপাতালে ফোন করে তাঁর খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মাথা থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হলেও তিনি কোমাতেই রয়েছেন। এদিন বৈঠকে বসে নয় সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড। মাথায় রক্তক্ষরণের ফলে তার শারীরিক অবস্থা খুবই দুর্বল। তাই এখনই কোনও অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি নিচ্ছেন না মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা। এদিন সকালে মাথায় স্ক্যান করা হয়েছে। এরপরই চিকিৎসার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, শনিনবারের থেকে রবিবারই সুমনবাবু চিকিৎসায় বেশি সাড়া দেন। তাঁর শারীরিক পরীক্ষার জন্য স্পেশাল নিউরো সার্জেন আসছেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কয়েক বছর ধরেই শ্যামপুর থানার অন্তর্গত মুন্সিপাড়ায় জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল দুই পরিবারের মধ্যে একে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকবার মারামারির ঘটনাও ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে আরও একবার গোলমাল বাধে দুই পবিবারের মধ্যে। শুক্রবার রাতে বাহিনী নিয়ে অভিযুক্তদের খোঁজে যান ওসি সুমন দাস। তখনই জনা ২০ লোক সুমন দাস ও অন্যান্যদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। লাঠি, রড দিয়ে সুমনবাবুকে মারা হয়।

দক্ষিণ কলকাতায় পাখি ও রঙিন মাছের প্রদর্শনী ঘিরে জমজমাট উৎসব

স্টাফ রিপোর্টার: শীত মানেই উৎসব। পাড়ার ক্লাবগুলিতে শুরু হয় যায় নানা রকমের অনুষ্ঠান। উৎসবের হিড়িক পড়ে যায় সব জায়গাতেই। এদিকে ৮৮নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ কলকাতার ত্রিকোণ পার্কে প্রতাপাদিত্য রোডে শুরু হয়েছে বিদেশি পাখি এবং রঙিন মাছের প্রদর্শনী উৎসব। মূলত এর উদ্যোক্তা পুরসভার চেয়ারপার্সন তথা স্থানীয় কাউন্সিলর মালা রায়। ৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এই মেলা। মূলত প্রকৃতির দিকে নজর দিয়ে এমন উৎসব শুরু হয়েছে। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। এই উৎসবের বিষয়ে মালা রায় বলেন,'এই মেলার মূলত সব দায়িত্বেই রয়েছে 'অল বেঙ্গল বার্ড লাভার অরগানাইজেশন'। এবার ৯ বছরে পা দিল এই মেলা'। প্রত্যেক বছরই নানারকম বিদেশি পাখি আনা হয় এখানে, এমনটাই বলেন মালা রায়। অল বেঙ্গল বার্ড লাভার অরগানাইজেশনের এক কর্তৃপক্ষ বলেন,'১৫২ রকমের বিদেশী পাখি রয়েছে এবছর। ককটেইল, জাভা স্পেরো, আমব্রেলা কাকাতুয়া এমন

আরও বিভিন্ন পাখিদের সম্ভার রয়েছে এখানে'। তিনি আরও বলেন,'মাছের ক্ষেত্রে প্রত্যেকবারই আমরা মেরিন করি অর্থাৎ নোনা জলের মাছ। তবে এবছর আমরা দেশি মাছগুলিকে মিউটেশন করেছি। যেমন, মৃগেল মাছের নাম আমরা সবাই শুনেছি সেই মাছটিকে মিউটেশন করে লাল রঙে নিয়ে এসেছি'।

মেলার তৃতীয় দিনেও ভিড় কম নেই ত্রিকোণ পার্কের এই বিদেশি পাখি এবং রঙিন মাছের উৎসবে। লাইন দিয়ে প্রদর্শনী দেখতে আসছে অনেকেই। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল,' প্রত্যেক বছরই তারা এই প্রদর্শনী দেখতে আসে। মূলত বাচ্চাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসাটাই মূল লক্ষ্য। বাচ্চারা অনেক আনন্দ পায় এবং অনেককিছু জানাও সম্ভব হয়। প্রদর্শনীর বাইরেই রয়েছে নানা রকম জিনিসের মেলা। কোথাও খেলনা গাড়ি,বেলুন,পুতুল রয়েছে সেখানে। আবার বাচ্চাদের জন্য রয়েছে চড়ার কিছু সামগ্রী। মেলার এক মহিলা বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই উৎসবের ক'টা দিন বেশ বিক্রিও হয় জিনিসপত্র। এলাকাজুড়ে উৎসবের আমেজও রয়েছে পরিপূর্ণ। শুধু দক্ষিণ কলকাতায় নয়, উত্তর কলকাতাতেও এই শীতের মরশুমে শহরে নানা প্রান্তে এই ধরনের পাখি ও রঙিন মাছের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী ঘিরে মানুষের উৎসাহও চোখে পড়ে।

পথ দুর্ঘটনা ঠেকাতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ম্যারাথনেসূচনায় কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার, রাজ্যের মন্ত্রী লক্ষ্মী রতন শুক্লা সহ অন্যান্যরা। ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলি

দক্ষিণ দমদম হবে গ্রিনজোন

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা বিমানবন্দর থেকে নিউটাউন ও উল্টোডাঙা হয়ে বাইপাস অবধি গ্রিনজোন করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে নিজেদের এলাকায় কার্যকরী করতে চলেছে দক্ষিণ দমদম পুরসভা। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ব্যানার হোর্ডিং সরানোর কাজ। দক্ষিণ দমদমের পাতিপুকুর ও লেকটাউনে গতকাল রাতে ব্যানার হোর্ডিং সরিয়ে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান পাঁচু গোপল রায় জানান, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর গ্রিনজোন করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আমাদের এলাকায় সেই নির্দেশ না থাকলেও আমরা নিজে থেকেই দক্ষিণ দমদম গ্রিনজোন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শুধু ব্যানার হোর্ডিং নয়, দক্ষিণ দমদমে এর পরবর্তী পর্যায়ে কেবল তারের জঞ্জাল সরিয়ে দেওয়া হবে। বোর্ড মিটিংয়ে কেবল তারের জট সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ দমদম পুরসভা। কেবলের মালিকদের ইতিমধ্যে বিষয়টি নির্দেশ আকারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। দৃশ্যদূষণ ঠেকানোর সমস্ত ব্যবস্থা নিতে চলেছে দক্ষিণ দমদম পুরসভা।

হোটেল থেকে উদ্ধার ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ

স্টাফ রিপোর্টার: শহরের একটি হোটেল থেকে রবিবার সকালে এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের নাম উৎপল কুল্লা। তিনি ঝাড়খন্ডের জামসেদপুরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, উৎপল কুল্লা শনিবার শেক্সপিয়র সরণি থানার অন্তর্গত একটি হোটেলে ঘড় ভাড়া নেন। রাতটা হোটেলেই কাটান। পরের দিন সকালে অনেক ডাকাডাকি করা হয় তাকে। কিন্তু কোনও সাড়া পাননি হোটেলের কর্মীরা। তারপর ঘরের অপর এক চাবি দিয়ে ঘর খুলে দেখে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে তার দেহ। আরও জানা গেছে, দুটি সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে । যার একটাতে লেখা ছিল, তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী কেউ নয়। অন্য আরেকটিতে লেখা, 'হোটেলের বিল বাবদ ১০ হাজার টাকা রেখে গেলাম'। সেই ১০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলেই জানা গেছে পুলিশ সূত্রে।

এদিন সকালে উৎপলবাবুর কোনও খোঁজ না পেয়ে হোটল কর্মীরা ঘরের অন্য একটি চাবি দিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখেন তাঁর ঝুলন্ত দেহ। তারপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। এমনটাই জানা যায় হোটেল সূত্রে। আরও জানা গেছে, পুলিশ এসেই দেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে উৎপলবাবুর ফোন, হোটেলের রেজিস্টার বুক এবং সিসি টিভি ফুটেজ। তাঁর বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে পুলিশ সূত্রে।